অধ্যক্ষের ইশারায় চলে টিটিসি

* খেয়ালখুশিমতো চালাচ্ছেন এএসএসইটি প্রকল্প * প্রতিবাদ করে আক্রোশমূলক বদলির শিকার এক শিক্ষক

তামজিদ হাসান তুরাগ,
উত্তরাঞ্চল

১২ জানুয়ারি, ২০২৫
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

বৈদেশিক অর্থায়নে চালিত প্রকল্পের প্রশিক্ষকের বেতন থেকে কমিশন নেওয়া, চুক্তিতে প্রশিক্ষক নিয়োগ, স্বজনপ্রীতিসহ একাধিক অভিযোগ কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অধ্যক্ষ প্রকৌশলী আইনুল হকের বিরুদ্ধে। দলীয় প্রভাব

খাটিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও কিছু গণমাধ্যমকর্মীকে ম্যানেজ করে তিনি প্রতিষ্ঠানকে বানিয়েছেন নিজের পাওয়ার হাউস। তাঁর ইশারায় চলে এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড। প্রতিবাদ করলেই তিনি করেন বদলি, দেন হুমকি।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, আইনুল হক দিনাজপুর, রাঙামাটির পর এবার কলুষিত করছেন কুড়িগ্রাম টিটিসি। প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি, স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত হয়ে কুড়িগ্রাম টিটিসি চলুক স্বাভাবিক নিয়মে।

আইনুল হক ২০২২ সালের ২০ ডিসেম্বর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন কুড়িগ্রাম টিটিসিতে। নানা অনিয়মের কারণে এরই মধ্যে তিনি তিনবার বরখাস্ত হয়েছেন।

সূত্র বলছে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের ম্যানেজ করে তাঁদের নাকের ডগায় অনিয়ম করতেন। কোনো শিক্ষক যদি তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতেন, তাঁকে করতেন বদলি অথবা শোকজ। আর কুড়িগ্রাম টিটিসিতে কুড়িগ্রাম-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাফর আলীকে ধর্মপিতা দায় দিয়ে তিনি এত দিন করে আসছিলেন অপকর্ম। নিজের কথামতো কাজ না করায় সম্প্রতি কুড়িগ্রাম টিটিসি ইলেকট্রিশিয়ান জীবন রায়কে করছেন শোকজ।

চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া ও বেতন নিয়ে ফাঁস হওয়া একটি অডিও রেকর্ড কালের কণ্ঠের হাতে পৌঁছেছে। অডিওতে ওই শিক্ষক দাবি করেন, তিনি পর পর দুই মাস তাঁর বেতনের যে শিটে স্বাক্ষর করেছিলেন সেখানে উল্লেখ ছিল ২৯ হাজার টাকা। তবে তাঁর হাতে অধ্যক্ষ বেতন দিতেন মাত্র ১০ হাজার টাকা।

অনুসন্ধান বলছে, অধ্যক্ষ আইনুল হকের মালিকানাধীন নর্থ বেঙ্গল ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এনআইআইএসটি) (কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কোড নম্বর-১৫০৯৬) নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির লালমনিরহাট সদর ও আদিতমারী উপজেলায় দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে।

সেখানে তাঁর স্ত্রী আবেদা সুলতানা পরিচালক এবং আইনুল হক নিজে আছেন উপদেষ্টা হিসেবে, যা একজন সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯-এর ১৭ নম্বর ধারা অনুসারে সম্পূর্ণ আইনের পরীপন্থী। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই চুক্তিতে চাকরি করছেন কুড়িগ্রামের টিটিসিতে।

অভিযোগের বিষয়ে অধ্যক্ষ আইনুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অসত্য ও বানোয়াট। তিনি (সাদ্দাম) আমার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন। তাঁকে আমরা মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেছি।’ সাংবাদিক দিয়ে ক্লাস নেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘চাইলে আপনিও ক্লাস নিতে পারেন। এখানে সবার জন্য সুযোগ আছে। আওয়ামী সম্পৃক্ততার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কুড়িগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাফর আলী সম্মানীয় ব্যক্তি। প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে তিনি সম্পৃক্ত আছেন। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, এর বাইরে কিছু নয়।’